দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 25 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষার্থী নয়, পরীক্ষার্থী শিক্ষক নন, টিউটর

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের স্বেচ্ছাচারিতা

এম এইচ রবিন ●

দেশের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো চলছে স্বেচ্ছাচারিতায়। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা ছেলেমেয়েরা শিক্ষার্থী না পরীক্ষার্থী– এমন প্রশ্ন অভিভাবকদের। সরকারের কোনো নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে শতভাগ বাণিজ্যিক হিসেবে চলছে এসব প্রতিষ্ঠান। এ স্কুলের শিক্ষকরা স্কুলের হয়ে যতটা পাঠদানে মনোযোগী, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী কোচিংয়ে। স্কুলে পাঠদান করান দুই ঘণ্টা। বাকি সময় ব্যস্ত থাকেন কোচিং ও টিউশনিতে। তারা যেন শিক্ষক নন, টিউটর।

বসবাসের বাড়িঘরের সঙ্গে অনেক তফাৎ থাকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, ভবনের, অবকাঠামোয়। শিক্ষার পরিবেশ, ছেলেমেয়েদের চলাফেরা ও খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত মাঠসহ আলো-বাতাস এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

শিক্ষার্থী নয়, পরীক্ষার্থী শিক্ষক নন, টিউটর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সমৃদ্ধ পরিবেশ থাকবে– এমন ভবনে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্ডারগার্টেনগুলোর। একই রাস্তার এক-দেড়শ গজের মধ্যে গড়ে উঠছে একাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল। ছোট ছোট খুপড়িঘর, দু-তিনটি রুম মিলিয়ে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। আবার কোথাও একটি রুমেই পরিচালিত হচ্ছে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। গাদাগাদি করে পাশাপাশি টেবিলে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণির। ঠিকমতো হয় না ক্লাসে কোনো পাঠদান। অথচ পরীক্ষা নেওয়া হয়– সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক আর বার্ষিক। এসব পরীক্ষায় মনগড়া ফি আদায় হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে। ক্লাসের বাইরে শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকেন টিউশনিতে। এভাবে মাসের পর মাস অভিভাবকদের গুনতে হয় কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ।

রাজধানীর রামপুরার ওমর আলী লেনের দেড়শ গজের মধ্যে খোঁজ পাওয়া যায় তিনটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের। একটি কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী স্নিগ্ধা। হিসাব করে দেখা যায়, তার বই ১৬টি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত ৬টি বই, আর বাকিগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত অতিরিক্ত পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা বই। অভিভাবকরা জানান, এসব অতিরিক্ত বই প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বোর্ড বইয়ের বাইরেও শিশুদের পড়তে দেওয়া হয়। ফলে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝায় ব্যাগ ভারী হয় শিক্ষার্থীদের, আর ব্যবসা হয় কিন্ডারগার্টেনের মালিকের।

সূত্রাপুরে প্রায় ছয়শ-সাতশ স্কোয়ার ফুটের একরুমেই চলছে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কার্যক্রম। দেখা যায়, তিনটি টেবিলে পড়ানো হয় প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের, আরও তিনটি টেবিলে বসে প্রথম শ্রেণির শিশুরা। অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও বসছে গাদাগাদি হয়ে। ছোট্ট দুটি ব্লাকবোর্ড রয়েছে। শিক্ষকদের বসার জায়গাটুকুও নেই। দরজার সামনে বসে থাকেন অভিভাবকরা।

মোহাম্মদ খোকন নামে এক অভিভাবক জানান, বাসায় সারা দিন চার দেয়ালে বন্দি থাকে শিশুরা। স্কুলেও একই অবস্থা। পড়ার ফাঁকে একটু দৌড়াদৌড়ি করবে, সে জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। আর পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিতে দিতে শিশুরা ক্লান্ত, অভিভবকরাও বিরক্ত।

অ্যাডভোকেট অহিদুল ইসলাম নামে আরেক অভিভাবক জানান, স্কুল থেকে তার সন্তানের জন্য যে পড়া দেওয়া হয়, তা তৈরি করতে দিন ও রাতের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয়। অনেক চাপের কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে চায় না। বাচ্চারা কি শিক্ষার্থী না পরীক্ষার্থী– তাই বুঝি না। কদিন পর পরই পরীক্ষা। কখনো ম্যাডামরা বলেন, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক আরও কত কী? তাই আগামী বছর অন্য স্কুলে দেওয়ার চিন্তা করছি। সাজেদা বেগম নামে অন্য এক অভিভাবক জানান, ঠিকমতো ক্লাসে পাঠদান হয় না। টিচাররা বাচ্চাদের প্রাইভেট পড়তে বলেন। তাদের কাছে বাধ্য হয়ে পড়াই।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে একাধিক শিক্ষক জানান, এসব স্কুল থেকে নামমাত্র বেতন নিয়ে তারা শিক্ষকতা করেন। তাই টিউশনি বা কোচিংয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। চাকরি না পেয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েও তারা মাত্র পাঁচ থেকে ১৫ হাজার টাকায় শিক্ষকতা করেন কিন্ডারগার্টেনে।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো সরকারের বিনামূল্যের পাঠ্যবই নেয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন নিতে বলা হয়েছিল। অথচ নিবন্ধনের কোনো আগ্রহ দেখায়নি কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো। আর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখভালের জন্য কোনো মনিটরিং ব্যবস্থাও নেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের।

সরকারি তথ্যানুযায়ী, দেশের প্রায় ৫০ হাজার কিন্ডারগার্টেনে পড়ালেখা করছে এক কোটি শিশু। শহর অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় অভিভাবকদের ভরসা বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন। কিন্তু এখানেও স্বস্তি মিলছে না। সরকার শিশুদের এ অবস্থা বিবেচনা করে একটি কিন্ডারগার্টেন নীতিমালাও করেছে।

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় গত বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) আয়োজিত আঞ্চলিক, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক সভায় কিন্ডারগার্টেন স্কুল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

তিনি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, তথাকথিত মধ্যবিত্তরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুলে না পড়িয়ে কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছেন। এসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গিয়ে লোকজন প্রতারিত হচ্ছে। এরা মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে। আপনারা (মাঠ প্রশাসন) তাদের চিহ্নিত করুন। আমরা এদের নীতিমালার আওতায় আনার চেষ্টা করছি।